কাদের মোল্লার মৃত্যুদন্ড রহিত করুন

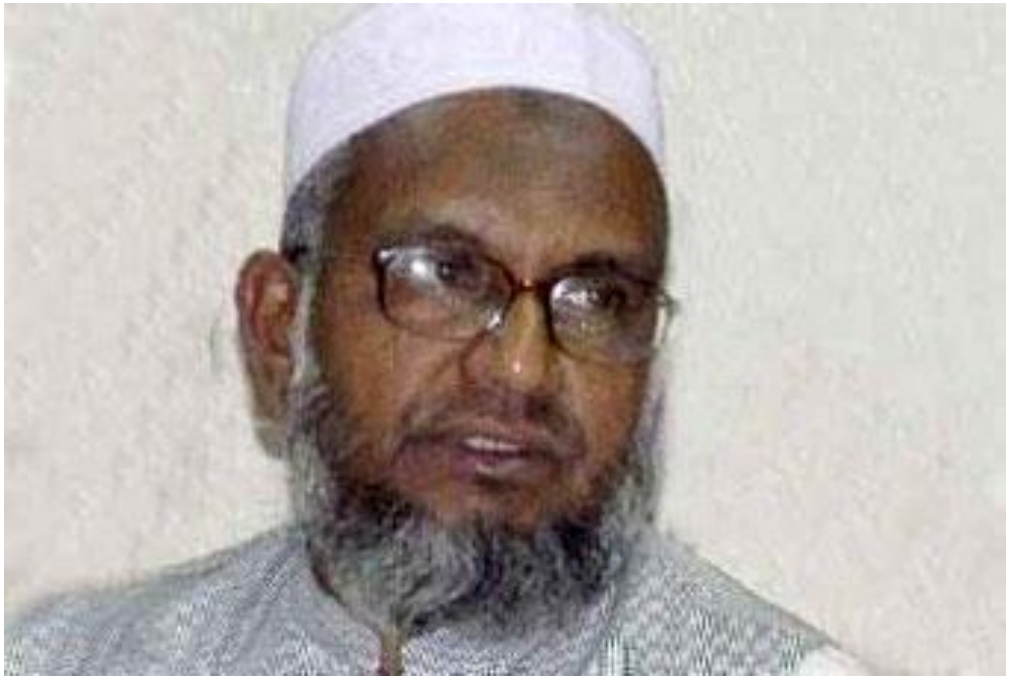

জামায়াতে ইসলামীর নেতা মি. আব্দুর কাদের মোল্লা তার বিরূদ্ধে আনীত ১৯৭১ সালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য সরকার স্থাপিত ট্রাইব্যুনাল প্রথমে তার বিরদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের রায় দিয়েছিলেন, যার বিরুদ্ধে আপিলের কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে সরকার প্রবল জনমতের চাপে এই আইন পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়, এবং এর ফলশ্রুতিতে উচ্চ আদালতের রায়ে তিনি মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হন।

আমরা যেহেতু আইন সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নই এবং আমরা যেহেতু মামলা চলাকালীন সময়ে আদালতে উপস্থিত ছিলাম না, সেহেতু এই রায় নিয়ে আমরা সরাসরি কোন মন্তব্য করব না।

তবে যারা মামলা চলাকালীন সময়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন এবং যারা আইন বিষয়ে পারদর্শী, তাদের অনেকেই এই রায়ের বিরুদ্ধে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন খোলাখুলিভাবেই। এদের মধ্যে শুধু যে আসামি পক্ষের ব্যক্তিরা রয়েছেন তা নয়, বরং

অনেক নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান, এবং এমনকি জাতিসংঘের পক্ষ থেকেও এই রায়ের বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে আমরা বলব, মহামান্য আদালত মি. আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডের যে রায় দিয়েছেন, তা পুনর্বিবেচনা করা উচিত এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে তার বিরুদ্ধে দেয়া মৃত্যুদন্ডের রায় অনির্দিষ্টকালের জন্য রহিত করা উচিত।

এর কারণ ন্যায়বিচারের একটি অন্যতম শর্ত হল, আদালত সব সময় ক্ষমতাহীনদের ন্যায়বিচারের দাবির প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে এবং এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করবে যাতে অনেক দোষী ব্যক্তি বেকসুর খালাস হয়ে গেলেও কোন নির্দোষ ব্যক্তি যাতে সাজাপ্রাপ্ত না হয়।

বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারিত সংবাদ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের মতামত পড়ে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশে বর্তমানে আইন অঙ্গনে ন্যায়বিচারের উপযোগী এই পরিবেশের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। অন্যান্য মামলার বেলায় এই মন্তব্যটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তবভিত্তিক, তা আমাদের জানা নেই। তবে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে যে সকল মামলা বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন, তার প্রতিটির বেলাতে আমাদের মন্তব্যটি যে অবাস্তব নয়, তা নিশ্চয়ই অনেকেই স্বীকার করবেন।

এর কারণ মি. আব্দুল কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে যে মামলায় তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে, এবং যে ব্যক্তির সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছে, প্রশ্ন উঠেছে সেই মোমেনা বেগমের সাক্ষ্য নিয়েই। এখানে উল্লেখ্য, মিসেস মোমেনা বেগমই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দাবি করেছেন মি. কাদের মোল্লার বিরুদ্ধে যে হত্যাকান্ডের অভিযোগ আনা হয়েছে, তিনি তার চাক্ষুষ সাক্ষী। কিন্তু এই মামলা প্রক্রিয়ার আগে তিনি নাকি একই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন বক্তব্য দিয়েছিলেন।

অতি সম্প্রতি মি. কাদের মোল্লার পরিবারের পক্ষ থেকে আরো গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। তার পরিবারের সদস্যরা দাবি করেছেন, আদালতে যে ব্যক্তিকে মোমেনা বেগম হিসাবে হাজির করা হয়েছিল, তিনি নাকি আদৌ সেই প্রকৃত মোমেনা বেগম নন। এই দাবির যদি সত্যতা থাকে এবং ভবিষ্যতে তা যদি প্রমাণিত হয়, তা হলে তা হবে ন্যায়বিচারের চরম লঙ্ঘন এবং নির্লজ্জ তামাশা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলব, বাংলাদেশের বিচারকরাও অন্য সকলের মতই মানুষ এবং তারাও ভুলের উর্দ্ধে নন। তাদের এই ভুল হতে পারে প্রবল জনমতের চাপে অথবা সরকারের কর্তাব্যক্তি এবং রাষ্ট্রপক্ষের ব্যক্তিবর্গের অনৈতিক কর্মকান্ডের কারণে।

এখন প্রশ্ন হল, বিচারকরা যদি সত্যি সত্যি কোন ভুল করে ফেলেন এবং তার কারণে একজন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে এই অন্যায় হত্যাকান্ডের দায়ভার কে নেবে?

এখানে বলা দরকার, বাংলাদেশের বিচারাঙ্গনে প্রতিদিন অসংখ্য মামলার রায় দেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে অসংখ্য ক্ষমতাহীন ব্যক্তি প্রতিনিয়ত ন্যায়বিচার পাচ্ছেন। কিন্তু সমস্যা বাধে শুধুমাত্র সেই সকল মামলা নিয়ে যার সাথে জড়িয়ে যায় দেশের কুটিল রাজনীতি এবং ভোটের হিসাব নিকাশ। এই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার লঙ্ঘনের সম্ভাবনাও তাই অত্যধিক।

আজ নিশ্চয়ই সকলেই স্বীকার করবেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং মিডিয়াতে যে পরিমাণ রাজনীতি হয়েছে, দেশের স্বাধীনতার পর আর কোন মামলা নিয়ে এতোটা রাজনীতি হয়নি। আমাদের আশঙ্কা সেখানেই।

এই অপরাজনীতির কারণে আমাদের বিচারকরা যদি ভুল করে বসেন, এবং দেশের কর্তাব্যক্তিরাও যদি বিচারকদের কাঁধে বন্দুক রেখে সেই ভুল রায় কার্যকর করে বসেন, তাহলে তা হবে দেশের জন্য এক বড় ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডির মাশুল হয়তো সারা জাতিকে গুনতে হবে দীর্ঘদিন।

তাই আমরা মনে করি, বিচারকদের রায়ই শেষ কথা নয়। আইনের মারপ্যাচের বাইরেও আইন আছে। সেই আইন মানবতার আইন। নৈতিকতার আইন।

তাই সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী এবং তার পরামর্শকদের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন, আপনারা এই রায় পুনর্বিবেচনা করার ব্যবস্থা করুন। এই মামলাগুলো নিয়ে যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, তা পুনরায় বিচার বিশ্লেষণ করার ব্যবস্থা নিন। পুরো প্রক্রিয়াতে কোন গুরুতর ভুল হয়েছে কিনা, তা যাচাই করার নির্দেশ দিন। সেই দিন পর্যন্ত মি. আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকর করা স্থগিত রাখুন।

তাড়াহুড়া করে একজন ভিন্নমতের ব্যক্তিকে ফাঁসির আসামি সাজিয়ে ফাঁসি কার্যকর করার মধ্যে বীরত্বের কিছু নেই। যে জাতি ১৯৭১ এ বীরের মত লড়েছে, তাদের বেলায় এই ধরনের আচরণ মানায় না। এই আচরণ মানায় শুধু তাদেরকেই যারা ১৯৭১ এ সুযোগ থাকা সত্বেও বন্দুক হাতে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েনি। কোন প্রকার ঝুঁকি নেয়নি। এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হীনমন্যতাকে সম্মান জানাতে গিয়ে কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে যদি ভুল করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হয়, তা হলে তা হবে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অন্যায়।

আমরা এই অন্যায় আচরণের বিপক্ষে। আমরা এর প্রতিবাদ জানাই।

মাবরুর মাহমুদ
প্রতিষ্ঠাতা, আইএফডি
ডিসেম্বর ১০, ২০১৩